ভোরের কাগজ

তারিখ ... .. JUN. 20 1999
পৃঃ ৭ কলাম ২

ইব্রাহিমের অদ্ভুত জ্যামিতির জগৎ

এমন এক জগতের কথা কল্পনা করুন যেখানে অসুস্থ মানুষ সুস্থ হয়ে উঠছে গয়নাগাটি থেকে শুরু করে সামান্য মোবাইল ফোনের জ্যামিতিক ডিজাইনে চোখ বুলিয়ে। কল্পকাহিনীর মতো শোনাচ্ছে? মিসরের ৫৪ বছর বয়স্ক খ্যাতনামা আর্কিটেক্ট ইব্রাহিম করিম যা বলতে চাইছেন, তা যদি সত্যি হয় তবে পৃথিবী অচিরেই সেই কল্পকাহিনীর যুগে প্রবেশ করবে।

ইব্রাহিম করিম বলছেন, বিশেষ কিছু জ্যামিতিক ডিজাইন চোখেরসামনে উপস্থাপন করে তিনি মানুষের শরীরের এনার্জি ফিল্ড বা 'শক্তি ক্ষেত্র'কে প্রভাবিত করেছেন। আর এই প্রক্রিয়ায় মানুষের কিছু কিছু রোগের চিকিৎসায় তিনি বিস্ময়কর সাফল্য পেয়েছেন।

সরকারের সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের স্থাপত্য বিষয়ক উপদেষ্টা ইব্রাহিম করিম। গত এপ্রিলে একটি জনপ্রিয় টিভি প্রোগ্রামে উপস্থিত হওয়ার পর এখন মিসরে ঘরে ঘরে পরিচিত হয়ে উঠেছে তার নাম। ঐ প্রোগ্রামের পর থেকে হাজার হাজার চিঠি, ফ্যাক্স, ই-মেইল আর টেলিফোন আসতে শুরু করেছে তার কাছে। সবাই জানতে চায় তার অদ্ভুত গবেষণার অগ্রগতি সম্পর্কে।

ইব্রাহিম করিম জানিয়েছেন, গত ২৫ বছর ধরে এ বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করছেন তিনি। তার এই বিদ্যার শেকড় নিহীত প্রাচীন মিশরের জ্যামিতি ও চিকিৎসা বিদ্যার মধ্যে। গবেষণার এই বিষয়টির নাম দিয়েছেন তিনি '*বায়ো-জিয়োমেট্রি* বা 'জৈব-জ্যামিতি'।

করিম জানান, স্থাপত্য ডিজাইনের কারণে শরীরের এনার্জি ফিল্ডে যে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে, তা দূর করাই তার গবেষণার প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তা শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে থাকে।

প্রায় এক ইঞ্চি ব্যাসের ক্ষুদ্র চাকতির মধ্যে ৫০০ বিচিত্র ডিজাইনের একটি সিরিজ ব্যবহার করেন করিম। এইসব ডিজাইন বেশ কিছু দুরারোগ্য ব্যাধির মোক্ষম ওষুধ হিসেবে কাজ করে।

তিনি বলেন, 'আমার এইসব ডেকোরেটিভ ডায়াগ্রাম বা বায়ো-সিগনেচারের প্রতিটি বিন্দু মানুষের শরীরের এনার্জি ফিল্ডকে প্রভাবিত করে।'

করিম থাকেন কায়রোর সম্পদশালী এলাকা 'মাদি'তে। সেখানে তিনি আর তার স্ত্রী মিলে একটি প্রতিষ্ঠান চালান। নাম 'বায়ো-জিয়োমেট্রিকাল ইনস্টিটিউট'। তারা দুজনেই সেখানে জ্যামিতিক আকার-আকৃতির ইতিহাস বিষয়ে নিয়মিত বক্তৃতা দেন। শুনতে আসে অনেকে। আর একটা কাজ হয়। নানারকম রোগ নিয়ে হাজির হয় মানুষ। করিম তার নিজের উদ্ভাবিত পদ্ধতি প্রয়োগ করে তাদের সারিয়ে তোলেন।

ইব্রাহিমের এই গবেষণা মিসরে বিরাট একটি অংশকে আকৃষ্ট করেছে। তবে কতিপয় বিজ্ঞানী কিন্তু তার এসব গবেষণার বিষয়ে খুবই সন্দিহান। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ও ইব্রাহিমের এইসব গবেষণা চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রয়োগ না করার ব্যাপারে জনগণকে সতর্ক করে দিয়েছে। সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী ইব্রাহিম বাদ্রান এক সেমিনারে বলেছেন, এসব পদ্ধতি চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার আগে এটিকে একটি স্বীকৃত বিজ্ঞান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে হবে।

এর জবাবে করিম সাফ সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি কোনো চিকিৎসক নন। তিনি যে ইনস্টিটিউটটি চালান সেটিও কোনো ক্লিনিক নয়। তার বাড়ির বাইরে একটি সাইনবোর্ডে বড়ো বড়ো করে লেখা আছে', এটি কোনো ক্লিনিক নয়'। মানুষজন তাদের সমস্যার কথা জানালে তিনি কেবল তার জ্যামিতিক ডিজাইন ব্যবহার করে সে সবের সমাধান খোঁজেন। এইটুকুই।

ইব্রাহিমের ইনস্টিটিউটে যারা চিকিৎসা লাভের আশায় গেছেন, তাদের মধ্যে প্রকৌশল বিদ্যার ছাত্র হাশেম ফাত্তাও একজন। ইব্রাহিমের চিকিৎসা পদ্ধতির প্রতি ২৪ বছর বয়স্ক হাশেমের কোনো আস্থাই ছিল না। তার সমস্যা তার রক্তে অনুচক্রিকার পরিমাণ খুবই কম। এ জন্য যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে চিকিৎসার পেছনে ২৫ হাজার ডলার খরচ করেছেন। প্লীহা প্রতিস্থাপন করা হলো। কিন্তু কোনো ফল হয়নি। 'একবার দেখাই যাক না' মনোভাব নিয়ে ইব্রাহিমের দারস্থ হয়েছিলেন হাশেম। ইব্রাহিম তার আঙ্গুলে পরিয়ে দিলেন একটি আংটি। সেই আংটির গায়ে নানারকম বিদঘুটে জ্যামিতিক ডিজাইন আঁকা। এরপর গলায় পরিয়ে দিলেন মেডেল আকৃতির একটি বস্তু। পুরো ব্যাপারটা তুক-তাকের মতো মনে হলো হাশেমের।

কিন্তু ফল পেতে শুরু করলেন হাতেনাতে। রাতারাতি তার রক্তে অনুচক্রিকার হার বেড়ে দাঁড়ালো ৩৫ হাজার। চার দিনের মাথায় তা আড়াই লাখে গিয়ে দাঁড়ালো।

একইভাবে গেটেবাত সেরেছে হাসান হাফেজ আমিন নামে এক ৫৭ বছর বয়স্ক মার্কেটিং কনসালটেন্টের। ইব্রাহিমের দেওয়া জ্যামিতিক ডিজাইন অঙ্কিত মেডেল গলায় পরে এক মাসের মাথায় তার ইউরিক এসিডের মাত্রা ৯থেকে ৪ দশমিক ৮-এ নেমে এলো। যারা এভাবে সেরে উঠেছেন তাদের কেউই যাদুবিদ্যা, তুক-তাকে বিশ্বাসী নন। ইব্রাহিমের পদ্ধতিকে তারা বিজ্ঞানের একটি অনালোকিত অধ্যায় বলেই মনে করেন।

বিভিন্ন বক্তৃতায় ইব্রাহিম বলেছেন, তার পদ্ধতিটি 'রেডিয়েসথেশিয়া' নামক একটি প্রাচীন বিদ্যাকে ভিত্তিকরে গড়ে উঠেছে। শরীরের যে এনার্জি ফিল্ড আমাদের সাধারণ ইন্দ্রিয়ের অগোচরে লুকিয়ে থাকে, সংবেদনশীল তরঙ্গ ব্যবহার করে সেই অদৃশ্য জগতের খবরাখবর সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হয় 'রেডিয়েসথেশিয়া' বিদ্যায়। প্রাচীন মিশরে এই বিদ্যার চর্চা ছিল। সে সময় সুস্পষ্ট বিজ্ঞান হিসেবেই এটির চর্চা হতো। এই বিদ্যা প্রয়োগ করে ফারাও আমলের চিকিৎসকরা এমন সব ব্রেইন অপারেশন সারতে পারতেন, যেগুলো সারতে এখন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রযুক্তি প্রয়োজন হয়।

ইব্রাহিম করিম জানালেন, শিওপোসে যে প্রাচীন পিরামিড রয়েছে, সেটির শক্তিশালী জ্যামিতিক কাঠামো থেকে শক্তির তরঙ্গ বের হয়। তিনি বললেন, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সঙ্গে তার কোনো বিরোধ নেই। তিনি কেবল প্রযুক্তির আরো বেশি মানবিকীকরণ ঘটাতে চান।

ড. ইব্রাহিম করিম আরো জানালেন, আজকের আমলে আমরা যেসব জ্যামিতিক আকৃতির মোবাইল ফোন, কম্পিউটার কিংবা অন্যান্য প্রযুক্তি ব্যবহার করি সে সবের অধিকাংশই স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। আমরা যদি বায়ো-জিওমেট্রিকাল ডিজাইন ব্যবহার করে এইসব প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির আকৃতি তৈরি করি, তাহলে তা অনেক রোগের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করবে।

লোহিত সাগরের পর্যটন কেন্দ্রে ড. ইব্রাহিম করিম এমন এক স্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছেন, যার সব কিছুতে থাকবে বায়ো-জ্যামিতিক কাঠামোর বহিঃপ্রকাশ। সেখানে ঢুকলেই আপনার মনে হবে, শরীরে দ্বিতীয় একটি চামড়া জুড়ে দেওয়া হলো। এটি হবে পৃথিবীর প্রথম স্বাস্থ্যকেন্দ্র, যেটির স্থাপত্যগত কাঠামোই আপনার রোগ সারিয়ে তুলবে।

❑ শিবব্রত বর্মন